আজকের কাগজ

তারিখ 08 MAR 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় সন্ত্রাস

পবিত্র রমজান মাস শুরুর প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুনরায় সশস্ত্র সন্ত্রাস এই মাসের পবিত্রতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে গুরুতররূপে বিঘ্নিত করেছে। যখন রমজানের চাঁদ দেখে মানুষ তাকে স্বাগত জানাচ্ছিলো ঠিক সেই সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সন্ত্রাসীদের অপবিত্র পদক্ষেপে এবং আধুনিক অস্ত্রের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের নিন্দার ভাষা আমাদের নেই, কোনো শিক্ষাঙ্গনেই এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো একটি ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময়ের ফলে ঐ মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে ধারণা। সংবাদে আরো প্রকাশ যে, কোনো একটি রাজনৈতিক দল থেকে কোনো একজন নেতাকে বহিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের দুই গ্রুপের মধ্যে শুক্রবারদিন এই ঘটনা ঘটে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপরোক্ত ঘটনার পূর্বে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয়। ঐ সমাবেশে নাকি ঐ রাজনৈতিক দলের একজন নেতার কুশপুত্তলিকা দাহ এবং তিনজন নেতার কালোহাত ভেঙে দেবার দাবি জানানো হয়। প্রকাশ যে ঐ পূর্ব ঘটনার সূত্র ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রমজান মাসের প্রাক্কালে সন্ত্রাসীদের রণক্ষেত্রে পরিণত হলো।

ঐসব খবর থেকে বোঝা যায় যে, একটি রাজনৈতিক দল বা তার অঙ্গসংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকেই এই সংঘাতের সৃষ্টি যার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই ঘটনা নতুন নয়, গত এক যুগে এহেন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা তাদের অঙ্গসংগঠনের সংঘাতে কিংবা অন্তর্দ্বন্দ্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের শিকার এবং রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে, ঝরে গেছে অনেক মূল্যবান জীবন। আশির দশকে স্বৈরশাসকের পক্ষে বা বিপক্ষের রাজনৈতিক দল এবং তাদের অঙ্গসংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চরম অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত ছিলো। আশা করা গিয়েছিলো স্বৈরশাসকের পতন এবং দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঐ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি, অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। ডাঃ মিলন হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দল শেষ পর্যন্ত জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়কেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যারই পরিণতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বশেষ পরিস্থিতি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা তাদের অঙ্গসংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দল বা সংঘাত যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দলীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো কিছু বলার থাকে না। কিন্তু যখন সেই সংঘাত সশস্ত্র রূপ নেয় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে, বিশেষতঃ শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করে তোলে তখন দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো নাগরিক নীরব থাকতে পারে না। সে কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সর্বশেষ সশস্ত্র সন্ত্রাসকে সকলেরই নিন্দা করা উচিত, সমবেতভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা একটা জাতীয় কর্তব্য। কোনো রাজনৈতিক দল বা তার অঙ্গসংগঠনের কিংবা বিভিন্ন দলের সংঘাতের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। এ সন্ত্রাসের হোতা যারাই হোকনা কেন তাদের প্রতিহত করতে না পারলে এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যত অন্ধকার।

আমরা পূর্বেও বলেছি আবারও বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত না হবে, যতোদিন পর্যন্ত দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনরূপে লেজুড়বৃত্তি পরিহার না করবে ততোদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবে না। আজকে কি দেখা যাচ্ছে? যখনই দেশের কোন রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের সংঘাত বা উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয় তখনই তার প্রতিক্রিয়া পড়ে সে দলের ছাত্র ও যুব অঙ্গসংগঠনগুলোর ওপর আর তার প্রকাশ্য নগ্ন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা শিক্ষাঙ্গনে। তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় না যে, দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের পরেও ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স অব্যাহত থাকা এবং তার মাত্রা বর্ধিত হবার জন্যে দায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো? এ দায়িত্ব তারা অস্বীকার করবে কি ভাবে?

আমরা আবার বলছি এ অবস্থা চলতে পারে না, দেশের ভবিষ্যত নাগরিক গড়ার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এভাবে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। অতীতের মতো আবার বলছি, যারা এই সব সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী তারা শিক্ষার শত্রু, গণতন্ত্রের দুশমন। সুতরাং যাদের অবিমৃশ্যকারীতায় বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলি গত এক যুগ ধরে বিশেষতঃ স্বৈরশাসনের পতনের পর থেকে সহিংস ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তাদের ক্ষমা নেই। তারা দেশ ও জাতির শত্রু, তাদের হাত থেকে এ দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে প্রথমে ক্যাম্পাসগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে আর সেটার পূর্বশর্ত হলো এ দেশের রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত করা।